সংবাদ

তারিখ ... 28 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ১৬ কলাম ... ৬

দুর্নীতিগ্রস্ত দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়

পাঁচ হাজার ভুয়া সনদ নিয়ে বিপাকে মাউশি

রাকিব উদ্দিন

দেশের সবচেয়ে বিতর্কিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত 'দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়'র প্রায় পাঁচ হাজার ভুয়া সনদ নিয়ে বিপাকে পড়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। লাইব্রেরিয়ান পদে এমপিওভুক্তি পেতে বিভিন্ন ভুয়া কলেজ ও মাদ্রাসার প্রায় পাঁচ হাজার ব্যক্তি দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি গ্রুপ থেকে সনদ নিয়ে মাউশিতে আবেদন করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়টির মালিকানা নিয়ে উচ্চ আদালতে একাধিক মামলা চলমান থাকায় প্রতিষ্ঠানটির কোন পত্রকেই বৈধতা দিতে পারছে না মাউশি। এখন দারুল ইহসানের সনদধারীদের এমপিও সুবিধা স্থগিত রেখে এ বিষয়ে শিক্ষা ও আইন মন্ত্রণালয়ের চাওয়া হচ্ছে বলে মাউশির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

জানা গেছে, লাইব্রেরিয়ান পদে এমপিও সুবিধা পেতে মোট দুই হাজার ৪৩৪ জন ব্যক্তি মাউশিতে সম্প্রতি আবেদন করেছেন। এরমধ্যে চার হাজার ৬৮৫ জন আবেদনকারীই দারুল ইহসানের বিভিন্ন শাখা থেকে সনদ নিয়ে মাউশিতে জমা দিয়েছেন। বাকি এক হাজার ৭৪৯ জন বিভিন্ন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে গ্রন্থাগারিক সনদ নিয়ে মাউশিতে জমা দিয়েছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সংবাদকে বলেন, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে মামলা ও,

বিপাকে : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৩

বিপাকে : মাউশি

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

খুব সমস্যায় আছি। এই প্রতিষ্ঠানের সনদধারীদের এমপিও সুবিধা দেয়া হবে কী না সে সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চাওয়া হবে। কারণ দারুল ইহসানের মালিকানা নিয়ে বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে মামলা চলছে।

অভিযোগ আছে, ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৃটি চক্র নির্দেশে দারুল ইহসানের বিভিন্ন গ্রুপের সনদ সংগ্রহের মাধ্যমেরা পাচ্ছেন। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গ্রুপের মালিকানার সাথে বহরাবের প্রভাবশালী লোক ও শিক্ষা প্রশাসনের উর্ধতন কর্মকর্তার সখ্য রয়েছে। ফলে বারবার ইহসান নিয়ে ও প্রতিষ্ঠানটির সনদ বাতিলের বাধায় উলটে যাচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জানতে, গত মন্ত্রণালয় থেকে এমপিও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাইপ্রতিষ্ঠানগুলোর এমপিও সুবিধা বন্ধ প্রস্তাবনীর টাকা ছাড় করে ১৭ মন্ত্রণালয়। এরপর মাউশিতে আবেদন করতে থাকে এমপিও প্রত্যাশীরা

সনদ মাউশি-বোর্ডগুলোর সর্বশেষ তথ্য মাউশির সহকারী পরিচালক এরএম কামরুল হাসানের সংবাদকে বলেন, এমপিওভুক্তির জন্য যারা আবেদন করেছেন তাদের বেশির ভাগই ভুয়াবোর্ডের লাইব্রেরি সার্টিফিকেট বা জমার সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে থাকেন পক্ষের। তাই প্রতিবছর মাউশি-বোর্ডগুলোর দেয়া এসব সনদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রদান করা হচ্ছে।

দারুল ইহসানের একটিকে গ্রুপের সনদের সংবাদকে জানান, 'সম্প্রতি মাউশি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নামে মাউশির কাছে সারাদেশ ইহসানের বিভিন্ন গ্রুপ থেকে প্রায় দশ হাজার লাইব্রেরি সার্টিফিকেট বা জমার সার্টিফিকেট বিক্রি করেছে। প্রতিটি সনদ সংগ্রহে দুই লাখ টাকার বিনিময় হয়েছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, নীতি ও অনিয়মের মাধ্যমে হিসেবে খাতে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বরাবরই নির্দেশনা ২০১১ সালের ২৫ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা হয়। ২০১২ এর ৪৮ (৩) ধারার অনুসারে [illegible] কোর্ট [illegible] হক্কের মাধ্যমে এক মামলা [illegible] বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করে।

কমিশন দীর্ঘ তদন্ত করে ২০১২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন প্রদান করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে চালু করা সব শাখা ক্যাম্পাস অবিলম্বে বন্ধের সুপারিশ করা হয়। সে অনুযায়ী বাকরা নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশও দেন। আজোবধি তা না করে এ বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের ভেটিং (মতামত) চাই। গত এক বছরের বেশি সময় অতিবাহিত হলেও এ বিষয়ে মতামত পাননি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। একারণ প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে এই প্রতিষ্ঠানটি আইনে আছে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

তারা জানায় এই বিশ্ববিদ্যালয়

জানা যায়, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৯৫ সালের ১৯ আগস্ট। পরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-১৯৯২-এর ৪ ধারার অধীনে মালিকানা স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতির শর্ত বজায়ে সংস্থা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ৫ একর জমিতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থায়ী হওয়ার পরই অনুমোদন দেয় সরকার।

দারুল ইহসান ট্রাস্টের এজাহারের চেয়ারম্যান ড. আবুল হোসেন সংবাদকে জানান, তারা ২৯টি মাউটার ক্যাম্পাস পরিচালনা করছেন, যা উচ্চ আদালতে বিচারাধীন আছে। কিন্তু মালয়ের উন্নিত, এও ফলাফল, ব্যক্তি এবং ধানমন্ডির এসআই খান আবেদনের সারাদেশ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে সারাদেশে ৫৭টি মাউটার ক্যাম্পাস খুলে নাম বাতিল করেছেন।

প্রত্যেক প্রশ্নই তাদের নাকি পাশে এবং রেজিস্ট্রেশন নাম দেখাচ্ছে। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ করতে পারেনি। এতে মনেকেই ইচ্ছেমতো ক্যাম্পাস খুলে সারাদেশে শিক্ষা বাণিজ্য চালাচ্ছে বলে অভিযোগ আছে।